ছাত্র সংসদ নির্বাচন

স্থগিত ও স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার নিয়ে নাটকীয় পরিস্থিতি

ঢাবি ও নিজস্ব প্রতিবেদক
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১২:০০ এএম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন নিয়ে গতকাল হঠাৎ নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি হয়। এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে দুপুরে হাইকোর্ট এই নির্বাচন স্থগিতের আদেশ দেন। আর বিকালে আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত সেই আদেশ স্থগিত করেন। ফলে নির্বাচনে এখন আর কোনো বাধা নেই। তবে দুপুরে হাইকোর্টের নির্বাচন স্থগিতের খবরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন ডাকসু ও হল নির্বাচনের প্রার্থীরা। কেউ কেউ অনশনের হুমকি দেন। অনেকে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে জড়ো হন। চলতে থাকে সে□াগান- ‘হাইকোর্ট না ডাকসু, ডাকসু ডাকসু’, ‘ডাকসু আমার অধিকার, রুখে দেওয়ার সাধ্য কার।’

ডাকসু নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার ক্ষমতা কারও নেই বলে মন্তব্য করেন ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, ৯ তারিখেই ডাকসু নির্বাচন হবে, আটকানোর সাধ্য কারও নেই। তিনি আরও বলেন, ডাকসু নিয়ে রিটের বিষয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আইনজীবী হিসেবে শিশির মনিরকে ঠিক করেছে। আমাদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে আপনারা আমাদের সঙ্গে তামাশা করছেন? কোনো দলের প্রতিনিধিত্ব করতে আপনাদের এখানে বসানো হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস বলেন, আর কোনো টালবাহানা চলতে দেওয়া হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। প্রতিবাদ জানান গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ সমর্থিত বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের ও জিএস প্রার্থী আবু বাকের মজুমদারসহ ডাকসু ও হল নির্বাচনের অন্য প্রার্থীরা।

তবে বিকালে পরিস্থিতি বদলে যায়। চেম্বার আদালত হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করলে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। হাতে ‘ভি’ চিহ্ন দেখিয়ে সে□াগান দেন- ‘ডাকসু ডাকসু’, ‘৯ তারিখ ৯ তারিখ।’ পরে তারা প্রচারণায় ফিরে যান।

গতকাল হাইকোর্টের আদেশটি আসে এক রিটের প্রাথমিক শুনানিতে। বামজোট মনোনীত প্রার্থী বিএম ফাহমিদা আলমের করা ওই রিটে অভিযোগ করা হয়, ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট মনোনীত ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী এসএম ফরহাদের প্রার্থিতা বেআইনি। কারণ তিনি গত বছরের ৫ আগস্টের আগে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আদালত রিট আবেদনকারীকে ১৫ দিনের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে প্রমাণসহ আবেদন

করতে বলেন। আদালত ২১ অক্টোবর রিট আবেদনকারী, ফরহাদসহ অন্য নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের বক্তব্য শুনবেন। সেই সঙ্গে ডাকসুর নির্বাচন প্রক্রিয়া ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকার কার্যক্রম ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন।

বিচারপতি হাবিবুল গনি ও বিচারপতি শেখ তাহসিন আলীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ এ আদেশ দেন। আদালতে রিট আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া শুনানি করেন। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী রিপন কুমার বড়ুয়া। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির শুনানি করেন।

পরে হাইকোর্টের ওই আদেশ স্থগিত চেয়ে চেম্বার আদালতে আবেদন করেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত হাইকোর্টের ওই আদেশ স্থগিত করেন। হাইকোর্টের এই আদেশের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল মিসলিনিয়াস পিটিশন-সিএমপি (হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত চেয়ে আবেদন) দাখিল করা পর্যন্ত স্থগিতাদেশ দেন চেম্বার বিচারপতি ফারাহ মাহবুব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবী শিশির মনির জানান, একটি রিট করে রুল নেওয়া হয়েছে এবং নির্বাচন স্থগিত করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমরা এ বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে চেম্বার জজের আদালতে হাতে লিখিতভাবে আবেদন করি। এ আবেদন নিয়ে চেম্বার জজ হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ সিএমপি ফাইল বা শুনানির আগ পর্যন্ত স্থগিতাদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ এই মুহূর্তে ডাকসু নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা থাকল না। প্রচারণাও চালানো যাবে। আগামীকাল (মঙ্গলবার) সকালে অফিস খুললেই সিএমপি দায়ের করব। আশা করি আগামীকাল শুনানি হবে।

তিনি আরও বলেন, অনেক প্রস্তুতি শেষ হয়ে গেছে। ২৬ আগস্ট চূড়ান্ত প্রার্থিতা ঘোষণা করা হয়েছে। তারপর পাঁচ দিন চলে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন প্রক্রিয়া যদি স্থগিত থাকে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করছে, তাহলে ছাত্রদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া তৈরি হতে পারে।